দৈনিক খবর

04

তারিখ ... 15 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 7 ...

প্রসঙ্গ ঃ নিরক্ষরতার অভিশাপ

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি নিরক্ষরতা এক ভয়ংকর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। কোটি কোটি নিরক্ষর মানব অধ্যুষিত সমাজের পক্ষে দ্রুত সামনে এগিয়ে যাওয়া কি করে সম্ভব, এটাই এসব দেশের সামনে মৌল প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রশ্নটাকে পাশ কেটে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কারণ এর সদুত্তরের ওপর এ দেশগুলোর ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

'ইউনেস্কো'র এক রিপোর্টে প্রকাশ, বিশ্বের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী। দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা ও অপ্রতুল শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে নিরক্ষরতার কারণ। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, আফ্রিকায় নিরক্ষরতার হার হচ্ছে শতকরা ৫৫ ভাগ এবং এটা হচ্ছে বিশ্বের নিরক্ষরদের অর্ধাংশেরও বেশী। এদের মধ্যে বেশীরভাগ হচ্ছে মহিলা। শিক্ষাখাতে আফ্রিকার দেশসমূহের যৎসামান্য বাজেট বরাদ্দ এই শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। রিপোর্টে বলা হয়, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশসমূহের নিরক্ষরতার হার হচ্ছে শতকরা ৭৭ দশমিক তিন ভাগ।

নিরক্ষরতা সমাজকে কিভাবে চলৎশক্তিহীন করে ফেলে সে সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাই হলো দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা। বলা বাহুল্য যে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত না করা পর্যন্ত দারিদ্র্য দূর করা সম্ভবপর নয়। কেননা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হলে যে সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ত করা দরকার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বার্থেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দেশ যত এগিয়ে যাবে দারিদ্র্য ততই হ্রাস পাবে। শিক্ষার আলো শুধু মানুষের মনের অন্ধকারই ঘুচায় না, সেই সাথে সমাজকেও আলোকিত করে তোলে। আর আলোকদীপ্ত সমাজ অপরের সাহায্য ছাড়াই নিজের চলার পথ তৈরী করে নিতে সক্ষম।

তাই যে কোনো নিরিখে বিচার করা হোক না কেনো, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, দারিদ্র্য মুক্তির সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে হলে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতাকে জোরদার করার পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণেও ব্যাপক জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের দেশে এখনও শতকরা প্রায় আশিভাগ লোক নিরক্ষর। বিপুল এই গরিষ্ঠ জনগণকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া কখনও সম্ভবপর হবে না।

বিশ্বের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী– এ পরিসংখ্যান উল্লেখের পাশাপাশি 'ইউনেস্কো' একথাও উল্লেখ করেছেন যে, দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা ও অপ্রতুল শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে নিরক্ষরতার কারণ। আমাদের দেশের ভেতরে দৃষ্টিপাত করলেও এ বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারব। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা আমাদের দেশে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে। আর এর পিছু পিছু চলেছে সামাজিক অনগ্রসরতা। পৃথিবী যে সময় জ্ঞানে–বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আমরা সে সময় পশ্চাদমুখী চিন্তা–ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে গতিহীন হয়ে পড়েছি। নিরক্ষরতা আমাদেরকে প্রগতিবিমুখ করে ফেলেছে। সামনে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার কথা শোনামাত্রই আমরা কানে আঙ্গুল দিয়ে পেছন পানে তাকাতে থাকি। নানা কুসংস্কারের জটাজালে জড়িয়ে পড়ার কারণে সমাজের চলৎশক্তি বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। কুসংস্কার কাটিয়ে উঠে শিক্ষায় উন্নত হওয়া ছাড়া যে জাতীয় অগ্রগতি অর্জন করা যাবে না এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সরকার শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছেন– যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। তাছাড়া প্রশাসনিক জটিলতা ও আমলাতান্ত্রিক লালফিতার দৌরাত্ম্য বহাল থাকায় অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ব্যাপারেও অগ্রগতির মাত্রা অনুল্লেখ্য। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথে বাধাসমূহ আগে দূর করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়াও জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোকে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত অসংখ্য বিদ্যালয় এখনও মেরামতের অভাবে পড়ে আছে। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস করার সচিত্র প্রতিবেদন বহুবার সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় ছাত্র–ছাত্রীদের লেখা–পড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ খালি হলেও তা পূরণ করা হচ্ছে না– এ ধরনের খবর প্রায়ই কাগজে ছাপা হচ্ছে। শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগে গড়িমসির পেছনে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে গত শনিবার এক সহযোগী দৈনিকের একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায়। ''দশ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর জন্য শিক্ষার দ্বার বন্ধ হতে চলেছে'' শীর্ষক এই রিপোর্টে বলা হয়ঃ শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে দেশের প্রায় ৫০টি স্কুল ও কলেজের ১০ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর জন্য শিক্ষার দ্বার বন্ধ হতে চলেছে। অপর দিকে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীকে বেতন–বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে অথবা বেতন প্রাপ্তিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এনাম কমিটির চাকরি পুনর্গঠন প্রস্তাব বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৫ সালে ২২টি ডবল–শিফট সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এক শিফটের শিক্ষক বরাদ্দ করা হয়। এ সময় স্কুলগুলোর ৪শ' শিক্ষক–শিক্ষিকার পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে উল্লেখিত শিক্ষকদের মৃত্যু, অবসর, বদলী ও প্রমোশনজনিত কারণে তাদের পদগুলোর বিপরীতে কোনো নতুন শিক্ষক নিয়োগ কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে ১০ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর সরকারী স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের দ্বার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এ ধরনের বহু অনিয়ম এবং প্রশাসনিক জটিলতার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিরাজমান অনিয়ম ও অব্যবস্থা দূর না করা পর্যন্ত সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারবে না। তাই প্রশাসনিক জটিলতা এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা গুরুত্বারোপ করছি। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ নিতে দেখলেই আমরা খুশী হব।